প্রাপক : সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

বিষয় : পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল।

সূত্র : ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ২৯.০০.০০০০.২১৮.০৫.০১৬.২৩-৪৪৮, তারিখ : ০৯/১১/২০২৩ খ্রি:
২) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ২৯.০০.০০০০.২১৮.০৫.০১৬.২৩-৫২৩, তারিখ : ২৬/১২/২০২৩ খ্রি:

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২৩ হতে ডিসেম্বর'২৩ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর,২০২৩ তারিখের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সুপেয় পানির সংকট দূরীকরণে গভীর নলকূপ/গ্র্যাভিটি ফ্লো সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ সংক্রান্ত ০১টি কার্যক্রম ; একই সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট তৈরি সংক্রান্ত ০১ টি কার্যক্রম এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কর্মরত ০৪ টি এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সূত্রোক্ত ১ নম্বর স্মারকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অনুকূলে আদেশ জারি করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত ২ নম্বর স্মারকের ভ্রমণসূচী অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ২৭/১২/২০২৩ তারিখ হতে ৩০/১২/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গমনপূর্বক বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ ও নিম্নলিখিত ০৪ এনজিও'র কার্যক্রম পরিদর্শন করি:

১) আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর Betterment of Underprivileged through Development and Down Streaming Household's Approach (BUDDA) of BOB Bank in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh;

২) ব্র্যাক এর Gender Responsive Education and Skills Programme in Chittagong Hill Tracts (GRESP) Project;

৩) সোস্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলেপমেন্ট বোর্ড (শেড বোর্ড) এর কমপ্রিহেন্সিভ হেলথ প্রোগ্রাম এবং

৪) গ্রীন হিল এর Green Hill Y moves Project.

এমতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য দাখিল করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনানুযায়ী ০৬(ছয়) ফর্দ।

০২/০১/2024
(সজল কান্তি বনিক)
যুগ্মসচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

০২/০১/২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mochta.gov.bd

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর'২৩ হতে ডিসেম্বর'২৩) কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন

প্রকল্প/স্কীমের নাম : 'রাংগামাটি জেলায় গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নে গভীর নলকূপ স্থাপন

১।	কৌশলগত উদ্দেশ্য	: কৃষি, পরিবেশ উন্নয়ন এবং ভৌত অবকাঠামো ও পর্যটন বিকাশ
২।	কার্যক্রমের নাম	: সুপেয় পানির সংকট দূরীকরণে গভীর নলকূপ স্থাপন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ
৩।	কর্মসম্পাদন সূচক	: স্থাপিত নলকূপ
৪।	পরিদর্শনকৃত নলকূপ	: রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের খিয়াংছড়া পাড়ায় স্থাপিত ১টি নলকূপ ও যৌথ খামার পাড়া এলাকায় স্থাপিত ১টি নলকূপ
৫।	পরিদর্শনের তারিখ	: ২৯/১২/২০২৩ খ্রি.
৬।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি।
৭।	অর্থ বছর	: ২০২৩-২৪
৮।	প্রকল্প/স্কীমের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ১৭.৫০ লক্ষ টাকা।
৯।	কার্যক্রমসমূহে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ:	৮.৭৫ লক্ষ টাকা।
১০।	আনুষঙ্গিক কাজ	: ওভার হেড ট্যাংক ২টি, ট্যাংক স্ট্যান্ড ২টি
১১।	ছবিসহ সাধারণ পর্যবেক্ষণ	: পার্বত্য এলাকায় সুপেয় পানির অভাব দূরীকরণে উক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কার্যক্রম এলাকায় জনসাধারণের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।



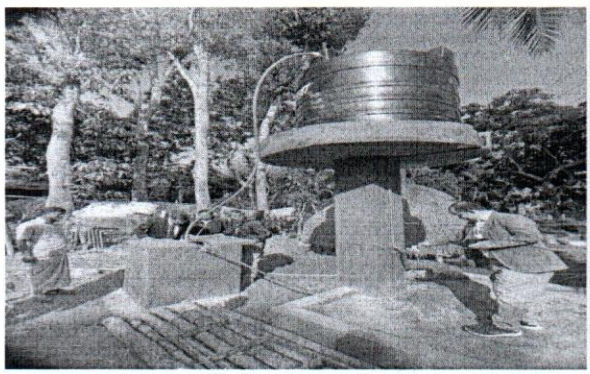


'রাংগামাটি জেলায় গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নে গভীর নলকূপ স্থাপনের স্থির চিত্র

১২। উপকারভোগীদের মতামত : ঘাগড়া ইউনিয়নের খিয়াংছড়া এলাকার সিক্যা দেওয়ান চাকমা এবং নিতুল চাকমা বলেন তাদের এলাকায় ২৪ পরিবার রয়েছে। যৌথ খামার পাড়ার অমর ভট্টাচার্য্য জানান তার এলাকায় ৩৬ পরিবারের বসবাস। দুই এলাকার আশপাশের কোন রিং/ডীপ টিউবওয়েল না থাকায় পানি পাওয়া খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে শুকনা মৌসুমে সুপেয় পানি পাওয়া যায় না, কারণ খাল ও ঝিরিগুলো শুকিয়ে পানির লেয়ার নীচে নেমে যায় এবং নিরাপদ পানি পাওয়া কষ্টকর হয়, যার ফলে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার পানিবাহিত রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয়। গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে আমরা এলাকাবাসী এখন সুপেয় পানি ব্যবহার করতে পারছি। তাই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট কৃতজ্ঞ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

১৩। সুপারিশ:

ক) ওভারহেড ট্যাংকে পানি লিফটিং এর জন্য গভীর নলকূপ চালনার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে;

খ) পরিবার ভিত্তিক বিলের টাকা সমন্বয় করে মোট বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং

গ) গভীর নলকূপের চতুর্পার্শ্বে সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

০৯/০১/২০২৪

(সজল কান্তি বনিক)
যুগ্মসচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mochta.gov.bd

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর'২৩ হতে ডিসেম্বর'২৩) কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিবেদন

প্রকল্প/স্কীমের নাম: 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প

১।	কৌশলগত উদ্দেশ্য	: কৃষি, পরিবেশ উন্নয়ন এবং ভৌত অবকাঠামো ও পর্যটন বিকাশ
২।	কার্যক্রমের নাম	: ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট তৈরি
৩।	কর্মসম্পাদন সূচক	: প্রস্তুতকৃত প্রদর্শনী প্লট
৪।	পরিদর্শনকৃত প্লট	: রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলার কুতুকছড়ি এলাকার ২টি প্লট
৫।	পরিদর্শনের তারিখ	: ২৯/১২/২০২৩ খ্রি.
৬।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাংগামাটি ও বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)।
৭।	অর্থ বছর	: ২০২৩-২৪
৮।	প্রকল্প/স্কীমের প্রাক্কলিত ব্যয়	: ২৫৮০.৮৩ লক্ষ টাকা।
৯।	পরিদর্শনকৃত ২টি প্লটে বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা: ০.৩০ লক্ষ টাকা।	
১০।	ছবিসহ সাধারণ পর্যবেক্ষণ	: পার্বত্য এলাকায় ইক্ষু ও সাথী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কার্যক্রম এলাকায় জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।



রাংগামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলার কুতুকছড়ি এলাকায় ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট-১ ও প্লট-২ এর স্থির চিত্র

১১। কার্যক্রমের অগ্রগতি: কুতুকছড়ি, নানিয়ারচর উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ২টি প্লট পরিদর্শন করা হয়। উক্ত ২টি প্লটে মূল ফসল ইক্ষু চারা অবস্থায় আছে, বৃদ্ধি ভালো এবং ইক্ষু পরিপক্ক হতে আরও প্রায় ৬ মাস সময় লাগবে। সাথী ফসলের মধ্যে রয়েছে টমেটো, শিম, ধনিয়া পাতা ও লাল শাক। যা হারভেস্টিং এর উপযোগী হয়েছে। ক্ষেতের পাশ্ববর্তী ঝিরি থেকে সেচের সুবিধা আছে। আলো ও বাতাসের প্রাচুর্য রয়েছে, যা প্লটে স্থিত মূল ফসল ও সাথী ফসলের জন্য উপযোগী।

১২। উপকারভোগীদের মতামত: ইক্ষু ও সাথী ফসল এর ১ নম্বর প্লট এর চাষী জনাব ভদ্র দয়াল চাকমা জানান যে, তার ৪০ ডেসিবেল জমিতে তিনি ইক্ষু ও সাথী ফসলের চাষ করছেন। তিনি ইক্ষু ছাড়া টমেটো, শিম, মূলা, ধনিয়া পাতা এবং লাল শাক চাষ করেন। এছাড়া ২ নম্বর প্লট এর চাষী জনাব রূপালী চাকমা জানান যে, তিনি তার ৫০ ডেসিবেল জমিতে ইক্ষু ছাড়া টমেটো, শিম, মূলা, ধনিয়া পাতা, লাল শাকসহ অন্যান্য সাথী ফসল চাষ করছেন। ফসল বিক্রি করে উভয়েই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

১৩। সুপারিশ:

ক) ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে;

খ) পাড়াবাসী/চাষীদেরকে আখের রস থেকে গুড় তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

গ) গুড় তৈরি হওয়ার পর তা বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং

ঘ) বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ইক্ষু চাষে পাড়াবাসিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

০৯/০২/২০২৪

(সজল কান্তি বনিক)
যুগ্মসচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www. mochta.gov.bd

এনজিও পরিদর্শন প্রতিবেদন

এনজিও এর নাম	:	ASHIKA Development Associates
প্রকল্পের নাম	:	Betterment of Underprivileged through Development and Downstreaming Household's Approach (BUDDHA) of BOB-Bank in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা	:	রাঙামাটি সদর উপজেলা, কাউখালী, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫.৩৫ লক্ষ টাকা

২৮/১২/২০২৩ তারিখ সকাল ৯.৩০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা আশিকা ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করি। পরিদর্শন কালে মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ শাকিল উপস্থিত ছিলেন। আশিকার নির্বাহী পরিচালক জনাব বিপ্লব চাকমা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আশিকার চলমান কার্যক্রম অবহিত করার জন্য জনাব জুমলিয়া চাকমাকে অনুরোধ জানান। তিনি মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে সংস্থার চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, আশিকা এনজিও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত একটি স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সংস্থা যারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডার এবং সুশীল সমাজের সর্বাধিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ অতি দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিষেবা প্রদানের জন্য নিবেদিত। তিনি দাতা সংস্থা চতুর্দিশা সংঘ জাপান কর্তৃক পরিচালিত 'Betterment of Under privileged through Development and Downstreaming Household's Approach (BUDDHA) of BOB-Bank in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.' প্রকল্পটির কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। প্রকল্পটির আওতায় ২০০০ সাল হতে তিন পার্বত্য জেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ২,৪৭,১৭৪ জন উপকারভোগী সুবিধা পেয়েছেন এবং বর্তমানে ৭২,৩১১ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে উপকার পাচ্ছেন। এ পর্যায়ে আশিকার চলমান অন্যান্য আয় বর্ধক প্রকল্পও যেমন মাশরুম বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে মাশরুম বীজ ও তাজা মাশরুম এর গুণাগুন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে জনগণকে উৎসাহিত করার পরামর্শ ব্যক্ত করা হয়। মাশরুম প্রকল্পটি প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারলে সর্বস্তরের জনগণ উপকৃত হবে এবং আমিষের চাহিদা নিশ্চিত হবে বলে মতামত দেই। আশিকার কার্যক্রম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করি এবং নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ প্রদান করি:

ক) প্রকল্প এলাকায় আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগনের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং
খ) অন্যান্য আয়বর্ধক প্রকল্পের কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

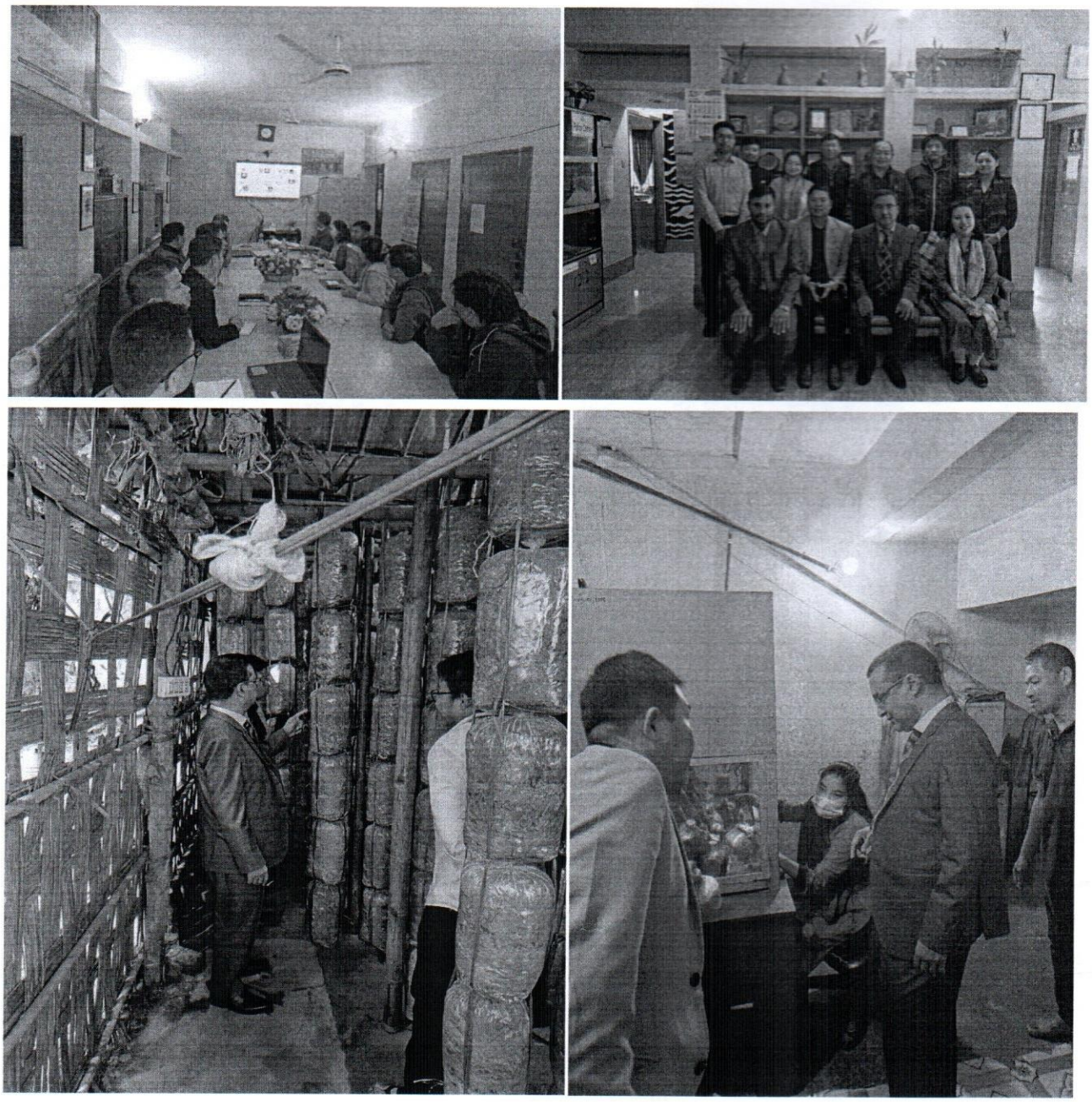

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কর্মরত ASHIKA Development Associates এর Betterment of Underprivileged through Development and Downstreaming Household's Approach (BUDDHA) of BOB-Bank in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শনকালীন স্থির চিত্র

০৯/০১/২০২৪

(সজল কান্তি বনিক)
যুগ্মসচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www. mochta.gov.bd

এনজিও পরিদর্শন প্রতিবেদন

এনজিও এর নাম	:	ব্র্যাক
প্রকল্পের নাম	:	Gender Responsive Education and Skills Programme in Chittagong Hill Tracts (GRESP).
প্রকল্পের মেয়াদ	:	আগস্ট/২০২০ হতে মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা	:	রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৭টি উপজেলা (রাঙ্গামাটি সদর, বান্দরবান সদর, রুমা, আলীকদম, নাইক্ষংছড়ি, রোয়াংছড়ি ও থানচি)
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৩.০৩ লক্ষ টাকা

২৮/১২/২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহরে অবস্থিত উত্তর কালিন্দিপুরে কর্মরত ব্র্যাক এনজিও পরিদর্শন করি। পরিদর্শন কালে মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ শাকিল উপস্থিত ছিলেন। ব্র্যাক এর Gender Responsive Education and Skills Programme in Chittagong Hill Tracts শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে District Manager জনাব মো: রফিকুল ইসলাম জানান যে, Skill Development Programme এর আওতায় ব্র্যাক রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৭টি উপজেলায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের নারী, মেয়ে, পুরুষ এবং ছেলেদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক নারী ও মেয়ে শিশুদের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও সহিংসতা কমিয়ে এবং শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং ক্ষমতায়ন করা। উক্ত প্রকল্পের স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির চলমান কর্মকান্ড হচ্ছে- ক) টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং ফিমেল (টিভিএমএফ); খ) বিউটি সেলুন ফিমেল (বিএসএফ); গ) আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান (আইএসটি) এবং ঘ) টেইলারিং এন্ড ড্রেস মেকিং মেল (টিভিএম)।

শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে ব্র্যাকের প্রতিনিধি জনাব হাবিব জানান যে, মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ১০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ/কোর্স ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং অনিয়মিত ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ব্রিজ কোর্সের মাধ্যমে মূল স্রোতধারার বিদ্যালয় ফিরিয়ে এনে শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বাংলা ভাষা কোর্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে। এছাড়া তিনি আরো জানান যে, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ/সভা/ওয়াকর্শপ পরিচালনার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সহিংসতা রোধকল্পে স্কুল পর্যায়ে স্টুডেন্ট ওয়াচ কমিটি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ওয়াচ কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা হয়। বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানিসহ অন্যান্য সহিংসতামূলক ঘটনায় কমিউনিটিভিত্তিক রিপোর্টিং সিস্টেম তৈরি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইয়ুথ প্লাটফর্ম কর্মসূচির আওতায় রোল মডেলদের জন্য পাবলিক স্পিকিং প্রশিক্ষণ, স্থানীয় যুব সংগঠন, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং কমিউনিটি নেতাদের সাথে সংলাপ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মেন্টর দলের সাথে নেতৃত্ব, বৈচিত্র্য, অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সামাজিক আবেগীয় শিক্ষা বিষয়ক সেশন চালু রয়েছে। জিআরইএসপি প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক।

সুপারিশ:

ক) ব্র্যাক বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জিআরইএসপি প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

খ) পার্টনার এনজিও আশিকা, প্রগ্রেসিভ, বিএনকেএস ও তংঞ্চগ্যা এর কার্যক্রম সার্বিকভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং

গ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়ও রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো।



রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ব্র্যাক এর Gender Responsive Education and Skill Programme in Chittagong Hill Tracts শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালীন স্থির চিত্র

২৯/০৭/২০২৪

(সজল কান্তি বনিক)
যুগ্মসচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www. mochta.gov.bd

এনজিও পরিদর্শন প্রতিবেদন

এনজিও এর নাম	:	সোস্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (শেড বোর্ড)
প্রকল্পের নাম	:	কমপ্রিহেন্সিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম (সিসিএইচপি)
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা	:	কাপ্তাই উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ও চন্দ্রঘোনা কদমতলী ইউনিয়ন, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪.৬৪ কোটি টাকা

২৮/১২/২০২৩ তারিখ বেলা ০২.০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলার খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত সোস্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (শেড বোর্ড) এনজিও পরিদর্শন করি। পরিদর্শন কালে মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ শাকিল উপস্থিত ছিলেন। সোস্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (শেড বোর্ড), এর কমপ্রিহেন্সিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম (সিসিএইচপি) শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে পরিচালক ডা: প্রবীর খিয়াং জানান যে, খ্রীষ্টিয়ান হাসপাতাল চন্দ্রঘোনা ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে হাসপাতাল পরিচিতির জন্য জনাব শিমসন চাকমা এবং শেডবোর্ড এর কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব বিজয় মার্মাকে অনুরোধ জানান। জনাব শিমসন চাকমা জানান যে, ১৯০৭ সালে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি, ইউকে দ্বারা হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯১৩ সালে কুষ্ঠ রোগের কার্যক্রম শুরু হয়, ১৯৩৭ সালে নার্সিং ইন্সস্টিউট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭১ সালে কমিউনিটি হেলথ কার্যক্রম শুরু হয় যা বর্তমানে কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম নামে পরিচিত এবং এ কার্যক্রম ২০০৬ সালে শুরু হয়েছে। কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামটি Bread for the World, Germany এর অর্থায়নে পরিচালিত হয় এবং কাপ্তাই উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ৫টি ইউনিয়ন যথা রাইখালী ইউনিয়ন, চিৎমরম ইউনিয়ন, কাপ্তাই ইউনিয়ন, ওয়াগগা ইউনিয়ন ও ১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন এবং চন্দ্রঘোনা কদমতলী ইউনিয়ন, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম প্রকল্প এলাকা হিসেবে বিবেচিত। পরবর্তীতে প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব বিজয় মার্মা সোস্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (শেড বোর্ড) প্রকল্পের লক্ষ্য, সূচক, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং চলমান কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, শেড বোর্ড এ ০৫ ধরণের স্টেকহোল্ডার রয়েছে যথাক্রমে ক) মাঠকর্মী (বিএমডব্লিউ), খ) গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ভিডিসি), গ) নারী উন্নয়ন দল, ঘ) কিশোরী গ্রুপ এবং ঙ) প্রতিবন্ধী গ্রুপ। এসডিজির সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও সেবা প্রদান, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম মাঠকর্মী, কিশোর গ্রুপ এবং প্রতিবন্ধী গ্রুপের সদস্যগণ পরিচালনা করেন। আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এককালীন অর্থ প্রদান করে তা রিভলভিং ফান্ডের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এবং নারী উন্নয়ন দলের সমন্বয়ে।

এ পর্যায়ে আমি শেড বোর্ড এর ০৫ ধরণের স্টেকহোল্ডারগণের সাথে মত বিনিময় করি। তাদের মধ্য হতে প্রতি গ্রুপের একজন প্রতিনিধিকে তার মতামত এবং অভিজ্ঞতা উপস্থাপনের অনুরোধ জানাই। চন্দ্রঘোনা কদমতলির মাঠকর্মী জনাব রওশন আরা পারভিন তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন যে, তিনি ১৭ বছর যাবৎ মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। গ্রামে গ্রামে ১০ বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করেন। গ্রামের মায়েদের ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা ও প্রাথমিক সেবা দেয়া হয়। বর্তমানে এলাকায় নিউমোনিয়া এবং মাতৃমৃত্যু হার কমে গেছে। রাঙ্গুনিয়ার অধিবাসী এবং গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্য জনাব ওমর আলী জানান যে, তিনি ২০১৬ সাল হতে এ কমিটিতে সংযুক্ত হয়েছেন। তিনি এলাকায় বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় করে এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলাকার অধিবাসীদের অবগত করেন। প্রতিবন্ধী গ্রুপের সদস্য ও কাপ্তাই ইউনিয়নের টিম লিডার জনাব সন্তোষ বড়ুয়া জানান যে, হাসপাতালের আওতায় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা হয় এবং খোঁজ-খবর নেয়া হয়। হাসপাতালে প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হয় যাতে সকলে এ বিষয়ে সচেতন হয়। মান উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ভাতা ও উপকরণ পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হয়। কিশোরী দলের সদস্য কাপ্তাই উপজেলার জনাব পুষ্পিতা চক্রবর্তী জানান যে, এ প্রোগ্রাম হতে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে

বাল্য বিবাহ, সাইবার ক্রাইম, ইভটিজিং এবং যৌন সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবহিত হয়েছেন। চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই উপজেলার নারী উন্নয়ন দলের সভাপতি জনাব জোৎস্না আক্তার জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় বাল্য বিবাহ, যৌন সচেতনতা ও সঞ্চয় সম্পর্কে অবগত করা হয়। টেকসই আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সঞ্চয় হতে উপকরণ কিনে এলাকায় বিতরণ এবং পরবর্তীতে টাকা রিভলভিং করে এলাকার উন্নয়ন কার্যকম ত্বরান্বিত করা হয়। পরিচালক ডা: প্রবীর খিয়াং উপস্থিত সকলকে এবং বক্তব্য প্রদানকারীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আমি উপস্থিত ০৫ গ্রুপের প্রতিনিধি, হাসপাতাল প্রতিনিধি এবং পরিচালককে চলমান প্রকল্পসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করি। এছাড়া প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার কিছু সুপারিশ প্রদান করি যা নিম্নরুপ:

ক) প্রকল্প এলাকায় মা, শিশু ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে;

খ) স্টেকহোল্ডারগণকে তাদের নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে এবং

গ) নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন মতবিনিময় সভা, উঠান বৈঠক আয়োজনসহ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ ও উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।



রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কাপ্তাই উপজেলা ও চন্দ্রঘোনা কদমতলী ইউনিয়ন, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম এ কর্মরত সোস্যাল হেলথ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (শেড বোর্ড) এর কমপ্রিহেন্সিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম (সিসিএইচপি) শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শনকালীন স্থির চিত্র

০৫/০৭/২০২৪
(সজল কান্তি বনিক)
যুগ্মসচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www. mochta.gov.bd

এনজিও পরিদর্শন প্রতিবেদন

এনজিও এর নাম	:	Green Hill
প্রকল্পের নাম	:	Y moves Project.
প্রকল্পের মেয়াদ	:	ডিসেম্বর/২০১৯ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত
পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এলাকা	:	রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার কাটাছড়ি নীচ পাড়া
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৯.৫১ লক্ষ টাকা

২৯/১২/২০২৩ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কর্মরত গ্রীণ হিল এনজিওর Y moves পরিদর্শনের জন্য কাটাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাই। পরিদর্শন কালে মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ শাকিল সঙ্গে ছিলেন। Green Hill Y moves Project এর কভারেজ এরিয়া কাটাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাছাছড়ি পাড়ার কার্বারি জনাব চন্দ্রচূর চাকমাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের চেয়ারম্যান জনাব টুকু তালুকদার, সহকারী পরিচালক জনাব অর্নব দেওয়ান, এইচ আর প্রধান জনাব দৃষ্টি চাকমা এবং পরিচালক জনাব দীপেন দেওয়ান এবং উপকারভোগী কিশোর-কিশোরী উপস্থিত ছিলেন। সহকারী পরিচালক জনাব অর্নব দেওয়ান প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ওয়াই-মুভস বাংলাদেশে অংশগ্রহণ, সুরক্ষা ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য যুবদের বিশেষত মেয়েদের অধিকারকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এলাকার মেয়েদের নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষার বিকাশে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়। সেক্সসুয়াল ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রশমনসহ সেক্সসুয়াল এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার উন্নয়ন, সহিংসতা প্রশমনে রাষ্ট্রের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে শিশু ও যুব নেতৃত্ব নিশ্চিত করাসহ সুশীল সমাজের সক্ষমতা এবং অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। রাঙ্গামাটি সদরের ৪টি গ্রাম/পাড়ায় ২০ জন কিশোরী ও ১৫ জন কিশোরসহ মোট ৩৫ জন উপকারভোগী রয়েছে এবং এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ০১টি কিশোর-কিশোরী দল (ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্স) তৈরি করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মধ্য হতে তাদের মতামত নেয়া হয়। রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের এসএসসি পরিক্ষার্থী জনাব অর্থি চাকমা জানান যে, তিনি ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্স (NCTF) এর সদস্য, পূর্বে এ বিষয়ে কোন জ্ঞান, আত্নবিশ্বাস ছিল না, বর্তমানে তিনি বাল্য বিবাহ রোধ, বয়:সন্ধিকাল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার অন্যান্য শিশু ও তাদের মায়েদেরকে অবহিত করেন। ফলে শিশুসহ মা-বাবা উক্ত বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। জনাব সোহাগ চাকমা জানান যে, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি স্কুলে প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছেন এবং স্কুলে প্রাথমিক ক্লিনিক স্থাপনের বিষয় তুলে ধরেছেন। জনাব পাপিয়া চাকমা জানান, জেলা ভলান্টিয়ার হিসেবে এলাকার শিশু, মাসহ অন্যান্য জনগণকে নিয়ে সেশন প্রদান করেন, বাল্য বিবাহ, লিঙ্গ বৈষম্য, বয়:সন্ধিকাল, যৌনবাহিত রোগ নিয়ে আলোচনা করে তাদের সচেতন করা হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা জনাব ববি চাকমা জানান যে, তিনি এ বিষয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত সেশন নেন, ফলে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্য ও বাল্য বিবাহ সম্পর্কে ধারণার ফলে সবাই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। কার্বারি জনাব চন্দ্রচূর চাকমা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে, গ্রীণ হিল পূর্বেও তার প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছে, বর্তমানে সহযোগিতা করছে। এলাকার মা, শিশু ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার জনগণ উপকৃত হয়েছে। তিনি জানান, বাল্য বিবাহ রোধে জন্ম নিবন্ধন যাচাই করা প্রয়োজন মর্মে তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় প্রস্তাব করেন এবং সে অনুযায়ী বর্তমানে বিবাহের সময় মেয়ের জন্ম নিবন্ধন যাচাই করা হয়। ফলে এলাকায় বাল্য বিবাহ অনেকাংশে কমে গেছে। জন্ম নিবন্ধন যাচাই চালু হওয়ায় কাবিন নামা তৈরি

সহজতর হয়েছে যা পূর্বে ছিল না। আমি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টসহ ধন্যবাদ জানাই এবং সেবাগ্রহীতাদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে আরো সেবা নেয়ার পরামর্শ প্রদান করি। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের কিছু সুপারিশ প্রদান করি যা নিম্নরুপ:

ক) নিয়মিত সকল পর্যায়ের সভা, মাসিক সভা আয়োজন করতে হবে এবং প্রত্যেক সভায় উপকারভোগীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;

খ) বিভিন্ন সরকারি অফিসের প্রতিনিধিকে কেন্দ্রে আসার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে এবং

গ) প্রকল্পের আওতায় এলাকায় বসবাসরত মায়েদের সাথে নিয়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক সভা, প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।



রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কর্মরত Green Hill Y moves এর কার্যক্রম পরিদর্শনকালীন স্থির চিত্র

০২/০১/২০১৪

(সজল কান্তি বনিক)
যুগ্মসচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়